জ্যাকোবিন :

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় সভার বা স্টেটস্ জেনারেলের অধিবেশন যখন ভার্সাই নগরীতে শুরু হয়, তখন ব্রেটন (Breton) প্রদেশ থেকে নির্বাচিত সদস্যগণ ব্রেটন ক্লাব অথবা Society of the Friends of the Constitution নামে একটি সমিতি গড়ে তোলেন। জাতীয় সভা প্যারিসে স্থানান্তরিত হলে তারা প্যারিসের জ্যাকোবিন মঠের একটি প্রশস্ত কক্ষ ভাড়া নিয়ে সেখানে তাঁদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন। তখন থেকে এই সমিতি জ্যাকোবিন ক্লাব নামে পরিচিত হয় এবং এর সদস্যরা জ্যাকোবিন নামে পরিচিত হন। জ্যাকোবিন ক্লাবের সংগঠন শুধুমাত্র প্যারিসে সীমাবদ্ধ ছিল না প্রদেশগুলোতে এই ক্লাবের শাখা স্থাপিত হয়। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জ্যাকোবিন ক্লাবের সদস্যসংখ্যা হল ১১০০ এবং মূলত এই সমিতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি সংস্থায় পরিণত হয়। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এর শাখা-প্রশাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ১০০০। ফলে জ্যাকোবিনগণ একটি শক্তিশালী ও সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়।

জ্যাকোবিনগণ ছিলেন রুশোর 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' মতবাদের একনিষ্ঠ প্রবক্তা। নিয়মিত পত্র-পত্রিকা, ইস্তাহার প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁদের মতামত প্রকাশ করার চেষ্টা করতেন। তাঁরা ছিলেন উগ্র সংস্কারপন্থী। জ্যাকোবিনদের রাজতন্ত্রের প্রতি কোন শ্রদ্ধা ছিল না এবং ফ্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপনের জন্য তাঁরা বিশেষভাবে চেষ্টা শুরু করেন। সেজন্য তাঁরা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ষোড়শ লুইকে রাজপদ থেকে বরখাস্ত করতে সমর্থ হন। জ্যাকোবিনগণ বিশ্বাস করতেন যে গণ আন্দোলন আইনের চরম বহিঃপ্রকাশ, কারণ জনগণের ইচ্ছা থেকেই সকল প্রকার আইনের উদ্ভব হয়। সুতরাং গণ আন্দোলনকে উপেক্ষা করা সরকারের কখনই উচিত নয়। তবে জ্যাকোবিন ক্লাবের সকল সদস্যই উগ্র সংস্কারপন্থী ছিলেন না। মিরাব্যু এবং বার্নাভ এর মতো নরমপন্থীরাও এর সদস্য ছিলেন। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে মিরাব্যু এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। তবে প্রথম থেকেই এই সমিতিতে রোবসপীয়ের, পেতিয় প্রমুখ উগ্র সংস্কারপন্থীদের প্রাধান্য ছিল।

জ্যাকোবিনগণ ছিলেন বাস্তববাদী, কঠোর এবং বিবেকহীন রাজনীতিবিদ। নেপোলিয়ন জ্যাকোবিনদের উম্মাদ এবং সাধারণ জ্ঞানহীন বলে অভিহিত করেছেন। শত্রুদের প্রতি তাঁরা নির্দয় ছিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁরা যে কোন উপায় অবলম্বন করতে পারতেন। জ্যাকোবিন দলের নেতাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন উচ্চবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর। রাজনৈতিকভাবে তাঁরা সর্বহারাদের স্বার্থরক্ষার নীতি গ্রহণ করেন। রাজতন্ত্র ধ্বংস করার ব্যাপারে জ্যাকোবিনগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিদেশি শক্তির হাতে কয়েকটি যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় ঘটলে জ্যাকোবিনগণ অভিযোগ করেন রানী এতোয়ানেৎ গোপনে ফ্রান্সের রণকৌশল শত্রুদের জানিয়ে দেওয়ার ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্রান্সের সৈন্যদের পরাজয় ঘটেছে। সুতরাং রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রবল আন্দোলন শুরু করেন।

১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন জ্যাকোবিনদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে প্যারিসের জনতা তুলারি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে রাজা ষোড়শ লুইকে নানাভাবে অপমান করে। এরপর 'ব্রান্সউইক ম্যানিফেস্টো (Brunswick Manifesto) প্রকাশিত হলে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত করা হয়। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ১০ আগস্ট জ্যাকোবিন দলের অন্যতম নেতা দাঁতো (Danton)-র নেতৃত্বে প্যারির জনতা তুলারি রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। জনতা রাজার দেহরক্ষীদের হত্যা করে। রাজা ষোড়শ লুই প্রাণভয়ে সপরিবারে আইনসভার কক্ষে আশ্রয় নেন। ক্ষুব্ধ জনতা সেখানেও উপস্থিত হয়ে রাজাকে পদচ্যুত করার দাবি জানাতে শুরু করে। জনতার দাবিতে শেষ পর্যন্ত আইনসভা রাজাকে বরখাস্ত করেন।

রাজা ষোড়শ লুইকে পদচ্যুত করার পর জ্যাকোবিনগণ প্যারিস কমিউন থেকে নরমপন্থীদের বিতাড়িত করে প্যারিস কমিউনের সব দায়িত্ব এককভাবে নিজেরা গ্রহণ করে। প্রদেশগুলো এবং অন্যান্য শহরের কমিউনগুলোর উপরও তাদের একক কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। ন্যাশনাল কনভেনশনের উপরও ধীরে ধীরে তাঁদের প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং সংখ্যাগুরু জিরোভিস্টদের উপর প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে সিংহাসনচ্যুত ষোড়শ লুইকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করা হয়।